স্মৃতির তরণী

—অতসী দেবরায়

এই বছর জুলাই মাসে কিছুটা হঠাৎ করেই আমার বিলেত ভ্রমণের একটা সুযোগ এসে গেল। ঠিক করলাম, ওর মধ্যে অন্ততঃ দিন পাঁচ-ছয়ের জন্য একাই বেড়িয়ে পড়ব স্কট্‌ল্যান্ডের হাইল্যান্ড উদ্দেশ্যে। ছোট থেকেই এই জায়গাটার বর্ণনা পড়ে এবং শুনে মনের মধ্যে একটা ছবি তৈরি হয়ে আছে—বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তরঙ্গায়িত সবুজ উপত্যকা, ছোট ছোট পাহাড়, কোথাও বা একপাল ভেড়া চড়ে বেড়াচ্ছে আবার কোথাও বা লাল-সাদা-কালো চেক্ পোষাক পরিহিত ব্যাগপাইপারের দল বাজনা বাজাচ্ছে। এ সবই আমার কল্পনামাত্র। কিন্তু, আমার এই কল্পনার রাজ্যে বেড়াতে যাব এই ভাবনাটাই রোমাঞ্চকর। তাই ইন্টারনেট খুলে গন্তব্যস্থলের খুঁটিনাটি জানায় মন দিলাম। কিছু জানা আর বেশ কিছু অজানা তথ্য সংগ্রহ করে আমার ভ্রমণ পরিকল্পনা মজবুত করলাম এবং সেই পরিকল্পনামাফিক ভ্রমণসূচী তৈরি করলাম।

J. K. Rowling তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ধারাবাহিক কল্পকাহিনী Harry Potter রচনা করেছেন Elephant House নামের একটি ক্যাফেতে বসে, যার ঠিকানা স্কট্‌ল্যান্ডের এডিনবার্‌হা (Edinburgh) শহরে। আমাদের ছোটবেলায় যেমন দৈত্য-দানব এবং রাজপুত্রের রূপকথার গল্প শুনে শিশুমনে অবাস্তব এবং অতিবাস্তব ধারণার উন্মেষ ঘটত, বর্তমান প্রজন্মের কাছে Harry Potter এমনই এক জনপ্রিয় কল্প-চরিত্র। জাদুরাজ্যের নানান কীর্তিকাহিনীর পটভূমি এই স্কট্‌ল্যান্ড। Harry Potter ও তার সঙ্গীরা যে Hogwarts Express-এ চড়ে জাদুরাজ্যে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে রওনা হয় সেটি একটি কয়লার ইঞ্জিনচালিত রেলগাড়ি—Jacobite train। ইন্টারনেট থেকে একটা সারাদিনব্যাপী ট্যুরের সন্ধান পেলাম যেখানে বাসে করে হাইল্যান্ডের নানা অংশে নিয়ে যাবে এবং এই Jacobite train-এ চড়িয়ে প্রায় দেড়ঘন্টা ধরে প্রকৃতির কোলে পাহাড়ের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরিয়ে আনবে। অতএব, আমার স্কট্‌ল্যান্ড ভ্রমণসূচীর প্রথম সংযোজন একদিনের এই বাস ট্যুর যার অংশ হল ম্যালেইগ (Malleig) থেকে ফোর্ট উইলিয়াম (Fort William) পর্যন্ত Hogwarts Express-এর প্রমোদ ভ্রমণ বা Joyride. রেলভ্রমণ আমার চিরকালই অত্যন্ত প্রিয়। মনে পড়ে, প্রতি বছর গরমের ছুটিতে আমি রেলপথে মামার বাড়ি যেতাম। হাওড়া থেকে ভোরবেলায় রওনা হয়ে ট্রেন এসে দাঁড়াতো বর্ধমান

জংশনে। সেখানে ইঞ্জিন বদল করে কু-ঝিক্‌ঝিক্ শব্দে কয়লার ইঞ্জিনবাহী ট্রেন যাত্রা করতো রাঙামাটির দেশে। রেলগাড়ি যত এগিয়ে চলে জানলা দিয়ে কয়লার ছাই ততই আমাদের গায়ে এসে পড়ে। গ্রীষ্মের দুপুরে ঐ ভিড় কামরায় গলদঘর্ম যাত্রীরা তখন কয়লার কালো ধোঁয়ায় এবং কালিতে যথেষ্ট নাজেহাল এবং বলাবাহুল্য অত্যন্ত বিরক্ত। সবার চোখে মুখে একই কথা—কবে যে এই লাইনে দ্রুতগামী ডিজেল ইঞ্জিন চালু হবে! এসব দিন আজ কেবল ইতিহাস। আমাদের দেশেও, অবলুপ্তপ্রায় কয়লার ইঞ্জিন এখন শুধুই Joyride মাত্র। ভাবতে বেশ মজা লাগে, সেদিন যা ছিল অসহনীয় ও বিরক্তিকর আজ যখন তা অবলুপ্তির পথে তখন সেই মানুষগুলোই তার মধ্যে 'Joy' খুঁজে পায়।

লন্ডন থেকে ট্রেনে চড়ে এডিন্‌বারহা এলাম। এডিনবার্‌হাতে একদিন কাটিয়ে পরদিন ভোর ছ'টায় পৌঁছে গেলাম Elephant House-এর সামনে। যথাসময়ে বাস এসে দাঁড়াল, টিকিট দেখিয়ে একে একে বাসে উঠে বসলাম। শুরু হল হাইল্যান্ড ভ্রমণ, তখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। চারিদিকে পাহাড়, ঘনসবুজ গাছে পরিবৃত হ্রদ আর আদিগন্তবিস্তৃত উপত্যকা—এমন মনোরম প্রকৃতিকে কোনভাবেই ক্যামেরাবন্দী করা যায় না। ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর মেঘের সঙ্গে সূর্যের লুকোচুরি যেন অন্যমাত্রা যোগ করেছে। এ কোন্ স্বপ্নের দেশে এলাম? বিজ্ঞান সচেতন মনও এই আবহে বিশ্বাস করতে চাইছে যে Harry Potter কোন কল্পনা নয়—এখানে সত্যিই বুঝি ছিল কোন জাদুবিদ্যার প্রশিক্ষণালয়!

জানলাম, Gaelic ভাষায় বেন (Ben বা Bein) মানে পাহাড়, গ্লেন (Glen) মানে উপত্যকা আর লক (Loch) মানে হ্রদ বা লেক। তাই যে যে জায়গায় আমরা বাস থেকে নেমে ঘুরে দেখলাম সেই জায়গাগুলোর নাম Loch Leven, Loch Lomond কিংবা Glencoe, Glenfinnan ইত্যাদি। গ্লেনফিনান অঞ্চলে একটি রেলসেতু আছে যা এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। অনেকগুলি খিলান (arch) যুক্ত এই সেতু (যা আঞ্চলিক ভাষায় Glenfinnan viaduct) হ'ল Hogwarts Express-এর গতিপথ। দূর থেকে একটা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে যখন ঐ সেতুপথে কয়লার ইঞ্জিনবাহী ট্রেনটিকে চলতে দেখলাম তখন এক বিচিত্র অনুভূতি হল। বিপুল প্রকৃতির কোলে ছয় কামরার রেলগাড়িটাকে একটা শুঁয়োপোকার মতো মনে হ'ল। বিশালতার কাছে আমরা যে কত নগণ্য, আমাদের সৃষ্টি কত সামান্য এই বোধ বারংবার মনকে নাড়া দেয়—আমাদের কৃতকর্মের অহংকার কিছুক্ষণের জন্য হলেও ধুলোয় মিশে যেতে দেখি। এক অনাবিল আনন্দে মন ভ'রে ওঠে।

পাহাড়চূড়ায় দাঁড়িয়ে ঐতিহ্যবাহী সুপ্রাচীন Jacobite train-এর সেতু পারাপারের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করে আমরা আবার বাসে চড়ে পৌঁছলাম বন্দরশহর ম্যালেইগ-এ। সেখানে একটু ঘুরে এবং একটা দোকানে

বিখ্যাত Fish-n-chips খেয়ে ছোট্ট স্টেশন থেকে উঠে বসলাম Jacobite train-এ। রেলগাড়ির কামরা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। তাই গ্রীষ্মের দুপুরে কড়া সূর্য যতই হাসুক না কেন আমাদের গায়ে তার রশ্মির তেজ এসে পৌঁছাচ্ছে না। কয়লা থেকে উদ্ভুত বাষ্প রাশি যতই আকাশ ছেয়ে ফেলুক না কেন, জানলার কামরা ভেদ করে কয়লার ছাই আমাদের গায়ে উড়ে এসে পড়ার কোন অবকাশ নেই। আধুনিক কামরায় বসে বাইরের মনোরম নিঃসর্গশোভা উপভোগ করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম গন্তব্যে। জানলার পাশে বসে বারবার আমার সেই ছোটবেলার কথা মনে পড়তে লাগল। খুব ভালো লাগছে তবু একটা অভাববোধ যেন উঁকি দিতে চাইছে সেই আনন্দের মধ্যে থেকে। একটু নজর দিতেই বুঝলাম, মন তার নিজের খেয়ালে সেই প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগের সময়ে ফিরে গেছে আর সে খুঁজে ফিরছে ঠিক সেই সময়ের পরিবেশ। সে পরিবেশ যত প্রতিকূলই হোক না কেন পথের শেষে অপেক্ষা করে ছিল মামার বাড়ির সীমাহীন ভালোবাসা। আজ যাত্রাপথে যেমন কয়লার কালি নেই, জানলার লোহার শিকের অসহ্য গন্ধ নেই, সহযাত্রীদের অসন্তোষও নেই, তেমনি নেই গন্তব্যের অন্তরঙ্গ হাতছানি। তাই, পরিবেশ যতই সুন্দর হোক না কেন আজকের এই Joyride -এর আনন্দ ছাপিয়ে মনে ভেসে উঠছে ছোটবেলার সেই ভালোমন্দে মেশা রেলভ্রমণের স্মৃতি। আরও একবার উপলব্ধি করলাম—'স্মৃতি সততই সুখের"।

(ক্রমশ)